সংবাদ

তারিখ 13 JUN 2013
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

ঘাটাইলে এক স্কুলে দুই প্রধান শিক্ষক : শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

জেলা বার্তা পরিবেশক, টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে ব্রাহ্মণশাসন এইচ উচ্চ বিদ্যালয়ে এক সঙ্গে দুজন প্রধান শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের দুটি পাল্টাপাল্টি কমিটির বিরোধের কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে। এ নিয়ে বিদ্যালয়ের পড়ালেখা ও প্রশাসনিক কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই বিদ্যালয়ের নিয়মিত কমিটি ভেঙে দিয়ে আডহক কমিটি গঠন করা হয়। দিপাড় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি শাহজাহান মোল্লাকে আডহক কমিটির আহ্বায়ক করা হয়। আডহক কমিটি দায়িত্ব পাওয়ার পরপরই শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে প্রধান শিক্ষক হাসান আলীকে বরখাস্ত করা হয়। বরখাস্তের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হাসান আলী আদালতে মামলা করলে আদালত আডহক কমিটির আহ্বায়ককে কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ দেন।

এদিকে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে কমিটি ভেঙে দেয়ায় নিয়মিত কমিটি আডহক কমিটির বিরুদ্ধে সহকারী জজ আদালতে মামলা করলে আদালত আডহক কমিটির কার্যক্রমের উপর সাত দিনের স্থগিতাদেশ দেন। স্থগিতাদেশ বলবৎ থাকা অবস্থায় আডহক কমিটি প্রধান শিক্ষক হাসান আলীকে বরখাস্ত করেন। তবে নিয়ম অনুযায়ী সহকারী প্রধান শিক্ষককে ভারপ্রাপ্ত না করে সহকারী শিক্ষক আবদুল করিমকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয় এবং প্রধান শিক্ষক হাসান আলীকে গত ৮ জুন তালা মেরে তার কার্যালয় থেকে বের করে দেয়।

এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক হাসান আলী জানান, আডহক কমিটি কোন নিয়োগ বা বরখাস্ত করতে পারে না বিধায় আমিই আইনগতভাবে প্রধান শিক্ষক। আডহক কমিটির আহ্বায়ক শাহজাহান মোল্লা বলেন, প্রজ্ঞাপনে বলা আছে আডহক কমিটি কোন শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারে না। তবে বরখাস্ত করা যাবে কি-না তা বলা না থাকায় আমি স্কুলের স্বার্থে অসুস্থ প্রধান শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করেছি। মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শামসুল হক বলেন, আডহক কমিটির কাজ হলো যত দ্রুত সম্ভব নিয়মিত কমিটি গঠন করা। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত তাদের নেয়ার সুযোগ নেই।